৩.১ টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের পতন

১৬০০ খ্রিস্টাব্দে যে টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তা ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই দুর্বল হতে শুরু করেছিল। শোগুনতন্ত্রের পতনের পটভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকেরা বিভিন্ন ধরনের যুক্তির অবতারণা করেছেন।

জাপানের শোগুন শাসকদের ওপর চীন থেকে আগত বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল অপরিসীম। তাঁদের উদ্যোগেই বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা পেয়েছিল। কিন্তু জাপানের সাধারণ মানুষ জাপানের নিজস্ব শিন্টো ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। শিন্টো ধর্মীয় মতানুযায়ী সম্রাটকেই দেশের প্রকৃত শাসকদের মর্যাদা দেওয়া হত। অথচ প্রকৃত শাসনকার্য পরিচালনা করতেন শোগুন। ফলে জনসাধারণের মনে সর্বদাই এই ধারণা বদ্ধমূলক ছিল যে, শোগুনরা অবৈধভাবে দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে সম্রাটকে একটি গুরুত্বহীন জায়গায় বসিয়ে রেখেছেন। অষ্টাদশ শতকের প্রখ্যাত জাপানী তাত্ত্বিক নোবুনাগা মোটুরি শিন্টো ধর্মের পুনরুত্থানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। মোটুরির প্রচারকার্য জনসাধারণের শিন্টো ধর্মের প্রতি অনুরাগ বাড়িয়ে তোলে। চৈনিক ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের বিরোধিতা এবং শিন্টো ধর্মের পুনরুত্থানের দাবি জাপানে শোগুন-বিরোধী আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কালে আন্দোলনকারীদের মধ্যে সোন্নো-জো-ই

(Revere the Emperor, expel the foreigners) দাবি তুলেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে অবশ্য আন্দোলনকারীদের বিদেশী বিরোধিতা শোগুন বিরোধিতায় পরিণত হয়। সম্রাটের প্রতি কিন্তু তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন থেকে গিয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই শোগুনতন্ত্রের প্রশাসনিক দক্ষতা হ্রাস পেতে আরম্ভ করে। ঊনবিংশ শতকে প্রশাসনের ক্ষেত্রে তীব্র নৈরাজ্য দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রেই শোগুনরা শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্য ডাইম্যো বা বড় জমিদার শ্রেণী এবং সামুরাই বা পেশাদার যোদ্ধাশ্রেণীর ওপর বড় বেশি নির্ভর করতেন। এই নির্ভরশীলতার ফলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়। ডাইম্যোরা নিজেদের এলাকায় খাজনা আদায়ের জন্য জঘন্যতম পন্থা গ্রহণ করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। অথচ শোগুনের তরফ থেকে তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে কোন বাধা দেওয়া হত না। ফলে জনগণের মধ্যে শোগুন-বিরোধী ক্ষোভ পুঞ্জীকৃত হয়ে উঠেছিল। বৈদেশিক ক্ষেত্রে জাপান টোকুগাওয়া যুগে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার ফলে, এই সুদীর্ঘ আড়াইশো বছর ধরে জাপানকে বিশেষ কোন যুদ্ধ করতে হয়নি। ফলে পেশাদার যোদ্ধাশ্রেণী হিসাবে সামুরাইদের অস্তিত্ব সমাজে অর্থহীন হয়ে পড়ে। তখন অনেক সামুরাই প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। অথচ তাঁদের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। প্রশাসনে সামুরাই শ্রেণীর অংশগ্রহণ প্রশাসনিক দুর্বলতাকে প্রকট করে তুলেছিল। নবম শোগুন ইয়েশিগে (১৭৪৫-১৭৬০) এবং দশম শোগুন ইয়েহারু (১৭৬০-১৭৮৬) নিজেরা দেশশাসন না করে তাদের অনুগত প্রতিনিধিদের ওপর দেশশাসনের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। ফলে শাসনক্ষেত্রে অবনতি দেখা দিয়েছিল। একাদশ শোগুন ইয়েনারি (১৭৮৭-১৮৩৭) দীর্ঘকাল ধরে শাসনকার্য চালান। কিন্তু তাঁর আমলে নানা কারণে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট প্রকট হয়ে ওঠে। এই সময় থেকেই জাপানের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ভাঙতে আরম্ভ করে। তার ওপর দুর্ভিক্ষ ও মহামারী পরিস্থিতি জটিল করে তোলে। এই অবস্থায় চালের অভাব দেখা দেয় এবং চালের দামের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে। চালের মূল্য বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে, কারণ চালই ছিল জাপানীদের প্রধান খাদ্য। শোগুন ইয়েনারির আমলে চালের মূল্যবৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে মজুতদারদের বিরুদ্ধে ব্যাপক দাঙ্গা দেখা দেয়। জাপানের ইতিহাসে এ ধরনের দাঙ্গা "চাউল দাঙ্গা" বা Rice Riot নামে পরিচিত। এই অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংকটের মধ্যেই শোগুন পদ গ্রহণ করেন দ্বাদশ শোগুন ইয়েযোশী (১৮৩৭-১৮৫৩)। তাঁর সময়ে সমস্যার ক্ষেত্রে একটি নতুন উপসর্গ যুক্ত হয়। তাহল, বৈদেশিক আক্রমণের

আশঙ্কা। ইয়েযোশী জাপানের সংকট মোচনের জন্য কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি কতকগুলি সংস্কার সাধন করেছিলেন। এই সংস্কারগুলি "টেম্পো সংস্কার" (Tempo Reforms) নামে পরিচিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও টোকুগাওয়া যুগের ভেঙে পড়া অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হয়নি। শেষ তিনজন শোগুন ইয়েসাদা (১৮৫৩-১৮৫৮), ইয়েমোচি (১৮৫৮-১৮৬৬) এবং যোশিনবু (১৮৬৬-১৮৬৭)—এদের কেউই প্রশাসনিক দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে পারেনি। অভ্যন্তরীণ সংকট ও বৈদেশিক চাপের সঙ্গে প্রশাসনিক অদক্ষতা যুক্ত হয়ে শোগুনতন্ত্রের পতন অনিবার্য করে তুলেছিল।

ই. এইচ. নরম্যান (E. H. Norman), হিউ বর্টন (Hugh Borton), জন হ্যালিডে (Jon Halliday) প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা টোকুগাওয়া জাপানের কৃষক বিদ্রোহগুলিকে শোগুনতন্ত্রের পতনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আমরা প্রথম অধ্যায়ে কৃষকসংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি যে, টোকুগাওয়া জাপানে কৃষকের ওপর মাত্রাতিরিক্ত করের বোঝা চাপানো হয়েছিল এবং কৃষকেরা প্রায়ই ডাইম্যো ও সামন্তপ্রভুদের দ্বারা নির্যাতিত হতেন। তাছাড়া, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে চালের গুরুত্ব হ্রাস এবং মুদ্রা অর্থনীতির প্রচলন কৃষকদের আর্থিক সংকট বাড়িয়ে তুলেছিল। এর প্রতিবাদে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাপানী কৃষকেরা অনেকগুলি কৃষকবিদ্রোহ গড়ে তোলেন। এই কৃষক-বিদ্রোহগুলি নিঃসন্দেহে শোগুনতন্ত্রের অধীনস্থ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি দুর্বল করেছিল।

কৃষির সংকট ও কৃষকবিদ্রোহের ফলশ্রুতি হিসাবে জমি থেকে ডাইম্যোদের আয় হ্রাস পায়। কিন্তু শহুরে জীবনযাপনের জন্য তাদের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে ডাইম্যোরা এক আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হন। এই আর্থিক দুরবস্থার জন্য তাঁরা শোগুনকে দায়ী করেন এবং শোগুনতন্ত্রের পতন কামনা করেন। আগেই বলা হয়েছে যে, টোকুগাওয়া জাপানে কোন যুদ্ধবিগ্রহ না থাকার ফলে পেশাদার যোদ্ধাশ্রেণী হিসাবে সামুরাইদের ভূমিকার গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছিল। ডাইম্যোদের কাছে তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন অপ্রয়োজনীয় বোঝা। ক্রমশ সামুরাইদের ভাতা হ্রাস করা হয়। ফলে তাঁদের মধ্যেও শোগুন-বিরোধী মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকীয় জাপানে যখন একটি শোগুন-বিরোধী বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল, তখন তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জাপানে একটি নতুন সংস্কৃতির জোয়ার আসে। এই সাংস্কৃতিক জাগরণকে কেন্দ্র করে জাপানে বুদ্ধিজীবীরা সাহিত্য-চর্চা এবং বিশেষত ইতিহাস রচনার দিকে মনোনিবেশ করেন। মিটো

অঞ্চলে প্রিন্স কোমন (Prince Komon), প্রখ্যাত পণ্ডিত রাই সান্যো (Rai Sanyo) জাপানের ইতিহাস-সংক্রান্ত কয়েকটি বই লেখেন। এই বইগুলিতে শোগুনদের অবৈধভাবে জাপানের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের কাহিনী বিবৃত হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে, দেশের প্রকৃত শাসক জিম্মু তেনোর বংশধরেরা, অর্থাৎ জাপ সম্রাট। কিন্তু তাদের আড়ালে রেখে যাবতীয় ক্ষমতা হস্তগত করে শোগুনেরা দীর্ঘদিন ধরে প্রকৃত ক্ষমতা উপভোগ করে আসছে। এই সমস্ত ইতিহাসের বই পাঠ করার ফলে জাপানীদের সম্রাটের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি পায় এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা তাদের উদ্বুদ্ধ করে। শোগুনতন্ত্রের প্রতি জনসমর্থন আরও হ্রাস পায়।

মেইজি জাপানের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ প্রিন্স মাৎসুকাটা (Prince Matsukata) অর্থনৈতিক সংকটকে শোগুনতন্ত্রের পতনের জন্য সব থেকে বেশি দায়ী করেছেন। আধুনিক অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ অ্যালেনও (Allen) অনুরূপ মতামত দিয়েছেন। অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে একটি মারাত্মক অগ্নিকাণ্ড এবং ভয়ংকর একটি ভূমিকম্পের ফলে জাপানের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই ক্ষয়ক্ষতি মেটানোর জন্য তৎকালীন জাপান সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। রাজকোষের ওপর চাপ পড়ে এবং আর্থিক সংকট দেখা দেয়। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অবশ্য জাপানের অর্থনীতিতে কিছুটা স্থিতিশীলতা পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে চালের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং উৎপন্ন চাল ও খনিজ সম্পদ থেকে ভাল রাজস্ব আয় হয়। তাছাড়া, এই সময় থেকে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি ঘটতে থাকে এবং শহর এলাকার বণিকদের কাছ থেকেও রাজস্ব আসতে থাকে। কিন্তু তখন বহির্বাণিজ্য না থাকার ফলে আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক থেকে সরকার বঞ্চিত হয়, তা সত্ত্বেও তদানীন্তন জাপানে একটা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় ছিল এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত এই স্থিতিশীলতা চলেছিল। কিন্তু ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তীকালে যুদ্ধজাহাজ কেনা, জাহাজ কারখানা নির্মাণ, দুর্গ তৈরি এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সরকারের ব্যয়বৃদ্ধি ঘটে। ১৮৪০-এর দশকে টেম্পো যুগে এই ব্যয় আরো বেড়ে যায়। ১৮৩০-এর দশকে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী আর্থিক সংকট বাড়িয়ে তুলেছিল। ফলে টেম্পো যুগে সরকারি বাজেটে ঘাটতি দেখা দিতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে টেম্পো যুগ পর্যন্ত বহুবার ইয়েনের মূল্য হ্রাস করা হয়েছিল। ফলে অত্যাবশ্যক পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। টেম্পো সংস্কারের সময় বেশকিছু পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা সম্ভব

হয়নি। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে পেরির জাপান অভিযানের পর জাপান বহির্বাণিজ্যে যোগ দেয়। দেশীয় পণ্য বিদেশে রপ্তানি করার ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে ঐসব পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। ১৮৫৯-১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জাপানে চা-এর মূল্য বৃদ্ধি পায় দ্বিগুণ, কাঁচা রেশমের মূল্য বৃদ্ধি পায় তিনগুণ এবং চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পায় বারো গুণ। তার ওপর রাজকর্মচারীদের অসততা ও দুর্নীতি আর্থিক সংকট বাড়িয়ে তোলে। এই অর্থনৈতিক অবক্ষয় অবশ্যই শোগুন শাসনের অবসান তরান্বিত করেছিল।

১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের পর বিদেশী চাপ জাপানের আরবণ উন্মোচিত করেছিল এবং জাপান তার রুদ্ধদ্বার নীতি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। বহির্জগতের সামনে উন্মুক্ত হবার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে জাপানে তীব্র শোগুনতন্ত্র-বিরোধী আন্দোলন দেখা দেয়। চারটি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী সাৎসুমা, চোসু, হিজেন এবং তোসা রাজতন্ত্রের পক্ষ অবলম্বন করে শোগুনতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে এবং শোগুনতন্ত্রের পতন সুনিশ্চিত হয়।